ইউরোপে সামার ভেকেশান

ওয়াসিম খান পলাশ
প্যারিস থেকে

এখন জুন মাস। সারা ইউরোপে সামারের সাঝসাঝ রব। ইউরোপিয়ানরা এই সিজনটির জন্য অপেক্ষা করেন সারাটি বছর ধরে। শীতের ভারী কাপড়-চোপড় গায়ে চাপাতে চাপাতে সবাই ক্লান্ত। সবকিছু ছুড়ে ফেলে সূযের তাপে শরীরটাকে দাহন করে নেয়ার ইচ্ছা। শীতের আমেজ কমে যাওয়ায় গাছ গাছালিতে নতুন করে পাতা গজাতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। গাছে গাছে রং বেরং এর ফুল ফুটতে শুরু করেছে। যতদুর চোখ যায় চারিদিকে শুধু ফুল আর ফুল।সবুজের মাঝে ফুলের সমারহ। রাস্তার দুই ধারে, বাড়ির আংগিনায়, মাঠ- ঘাট সব জায়গাতেই শুধু ফুল আর ফুল।

Basilique de Montmartre, Paris

ইউরোপীয়ানরা নববর্ষের পরপরই সামার ভেকেশানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। অনেকের পরিকল্পনা দেশের বাইরে অন্য কোন দেশে গিয়ে ছুটি কাটিয়ে আসা। কেউ কেউ আবার সাগরের কাছাকাছি কোন জায়গা অথবা ইউরোপেরই কোনো শহর বা কোন পাহাড়িয়া অঞ্চলকে পছন্দের জায়গা হিসাবে বেছে নেন।আবার কেউ বা চলে যান দূরর্বতী কোন আইল্যান্ডে। এদের একটি অংশ আবার চলে যায় আফ্রিকা অথবা এশিয়ার কোন দেশে।

আর যারা রয়ে যান তারা চলে যান নিজের গ্রামের বাড়িতে। পরিবার পরিজন নিয়ে কখনো ঘোড়া দৌড়িয়ে ,কখনো বা উন্মুক্ত মাঠে বারবিকিউ পার্টি করে নয়তো নদীতে নৌকা চালিয়ে সময় কাটিয়ে দেন।

রাতে সেইন নদীতে প্রমোদ তরী

যারা দেশের বাইরে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করেন তারা বছরের শুরুতেই ইন্টারনেটে বিমানের টিকিট,হোটেল রিজারভেশন করে ফেলেন। কারন সামার সিজনে টিকেটের দাম কয়েক গুন বেড়ে যায়। আর আবাসিক হোটেলগুলোতে সিট পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। একটি মজার ব্যাপার হলো অনেকে বাসা বদল করেও ছুটি কাটিয়ে থাকেন। এথানে অনেক ওয়েব সাইড আছে যার মাধ্যমে যে কেউ নিজের বাসা ভিনদেশী কারো সাথে কিছু দিনের জন্য এক্সচেঞ্জ করতে পারেন। এতে করে দুজনেরই হোটেল খরচ বেচে যায় । অনেকে আবার নিজের গাড়ি নিয়ে নিকট কোন দেশে চলে যান।

প্রাচীন রোম নগরী

ইউরোপীয়ান দেশগুলো সরকারী ভাবেও সে দেশের সল্প আয়ের নাগরিকদের ছুটি কাটানোর জন্য বিশেষ ভাতা দিয়ে থাকে। এসব দেশের সোস্যাল সাভিস নাগরিকদের বিমান, রেল ও হোটেলের আংশিক খরচ বহন করে থাকে।ইউরোপের সামার ভেকেশান জুলাই মাস থেকে পুরোপুরি শুরু হয়। এসময় স্কুল, কলেজ,ইউনিভারসিটি সব বন্ধ হতে শুরু করে। রাস্তায় গাড়ি, লোক চলাচল কমে আসে। এসময় শহরের টুরিষ্টিক পয়েন্টগুলোতে লোকজনের ভিড় দেখা গেলেও শহরের বাইরের

এলাকাগুলোকে মনে হয় ভূতুরী নগরী। ইন্টারন্যাশাল এয়ারপোর্ট ও রেল ষ্টেশনগুলোতে প্রচুর ভিড় দেখা যায়। ছেলে-মেয়ে সবার পরনেই হাফ শর্ট্ - প্যান্ট শার্ট্ পায়ে কেটস। তবে যে জিনিষটি চোখে পড়ে সেটি হলো ছেলে-মেয়ে সবার কাধে লম্বাকৃতির বিশাল বিশাল ব্যাগ। ইউরোপিয়ানরা এই বিশাল বিশাল ব্যাগ নিয়ে ট্রাভেল করতে বেশ সাচ্ছন্দ বোধ করেন।
সারা ইউরোপে অনেক বিদেশি অভিবাসী আছেন। যাদের অনেকের অরজিন এশিয়া বা আফ্রিকাতে, তাদের অনেকেই ছুটি কাটাতে স্ব-পরিবারে চলে যান নিজ নিজ দেশে।

বারসেলোনা নগরী

আমাদের দেশের মত এখানেও সামারে পিকনিকের ধুম পড়ে যায়। ইউরোপিয়ানরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে চলে যান সমুদ্র তীরর্বতীকোনো জায়গায় অথবা কোন পাহাড়িয়া এলাকায়। সাথে নিয়ে যান খাবার-দাবার , পাণীয়। আর বিদেশী অভিবাসীরা দল বেধে পিকনিক করেন এই সময়টায়। লাক্সারিয়াস বাস ভাড়া করে দল বেধে চলে যান দূরর্বতী নৈসগিক সুন্দর কোন জায়গায়।প্রবাসে থেকেও দেশীয় গান, খেলাধুলা আর আনন্দ ফূতি করে দিনটি কাটিয়ে আসেন।

জুরিখ নগরী

সামারে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই কমবেশী টুরিষ্টরা ভিজিটে আসে। এর মধ্যে ফ্রান্স,ইটালী,স্পেন, সুইজারল্যান্ডে সব চেয়ে বেশী টুরিষ্ট আসে। টুরিষ্টদের প্রথম পছন্দের দেশ ফ্রান্স। আন্তজাতিক পরিসংখানে ফ্রান্স বরাবরই শীষে।বিশ্বের অত্যন্ত চাকচিক্ক, ও অত্যাধুনিক জাকজমকর্পূন শহর প্যারিস। আইফেল টাওয়ার, লুভ মিউজিয়াম, শনজলিজে, কনকড, সাতো দো ভারসাই,সাক্রে কোর আর ইউরো ডিজনি টুরিষ্টদের বিশেষভাবে আর্কষন করে। ইটালী, প্রাচীন সভ্যতার লালন ভূমি রোম, ভেটিকেন সিটি, নীল সমুদ্র মেডিটেরিয়ানে অসংখ্য ভিজিটর স্নান করতে আসে। অনেকে আবার চলে যান মাদ্রিদ, বারসেলোনা জুরিখ- জেনেভা বা অন্যকোন শহরে।

প্যারিস ১৯।০৬।০৮

Mail : polashsl@yahoo.fr